২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট

আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট (ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্ট) বিতরণ শুরু হবে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সকল প্রস্তুতি ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেছে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট বিভাগের (ডিআইপি) মহাপরিচালক (ডিআইজি) মেজর জেনারেল শাকিল আহমেদ আজ গণমাধ্যমকে বলেন, আমরা আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ উদ্বোধন করতে কাজ করছি।

আগামী ২২ জানুয়ারি এ বিষয়ে নগরীর বঙ্গবন্ধু আর্ন্তজাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে সকাল ১০টায় এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে ই-পাসপোর্টের উদ্বোধন করবেন বলে তিনি আশা করছেন।

ডিআইজি বলেন, ডিআইপি প্রাথমিকভাবে আগারগাঁও, যাত্রাবাড়ি এবং উত্তরা পাসপোর্ট অফিস থেকে ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে এবং পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে সবর্ত্র ই-পাসপোর্ট বিতরণ করা হবে।

তিনি বলেন, বিখ্যাত জার্মান কোম্পানি ভেরিডোস জিএমবিএইস দেশে ই-পাসপোর্ট ও ই-গেট নিয়ে কাজ করছে।

তিনি আরো জানান, ই-পাসপোর্টের সূচনা দিয়ে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া তৈরি করার প্রক্রিয়া চলছে।

ইন্টারন্যাশনাল সিভিল এভিয়েশন অর্গানাইজেন (আইসিএও)’র মতে বিশ্বের একশ’টিরও বেশি দেশ বর্তমানে ই-পাসপোর্ট ব্যবহার করছে। পাসপোর্ট বুকলেটে একটি ইলেক্ট্রনিক চিপ ব্যবহারের মাধ্যমে চিরাচরিত ননইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের চেয়ে ইলেক্ট্রনিক পাস পোর্ট অধিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এতে পাসপোর্টের দুটি পেজে দৃশ্যমান বায়োগ্রাফিকেল তথ্য ভাণ্ডার ও একটি ডিজিটাল নিরাপত্তা ফিচার থাকে। ডিজিটাল ফিচার হচ্ছে কোন দেশের সুনিদিষ্ট ডিজিটাল স্বাক্ষর। এই ডিজিটাল স্বাক্ষরগুলো প্রতিটি দেশে একক এবং স্ব স্ব সার্টিফিকেটের মাধ্যমে এটি যাচাই করা যাবে।

প্রকল্প তথ্য অনুযায়ী, “বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট চালু এবং অটোমেটিক

বর্ডার কন্ট্রোল ম্যানেজমেন্ট” প্রজেক্টটি ৪,৫৬৯ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। সরকারের নিজস্ব তহবিলে ২০১৮ সালের জুলাই থেকে ২০২৮ সালের জুন পযর্ন্ত প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হবে।

দশ বছরে মোট ৩০ মিলিয়ন পাস পোর্ট সরবরাহ করা হবে। এই ই-পাসপোর্ট ইস্যু করার মাধ্যমে ইমিগ্রেশন আনুষ্ঠানিকতার সমস্ত প্রক্রিয়াই অনলাইনে সম্পন্ন হবে।

তথ্যসূত্র মতে, দুই মিলিয়ন পাস পোর্ট তৈরি হবে জামার্নিতে। ফলে যারা আগে আবেদন করবেন, তারা জামার্নীর তৈরি পাস পোর্ট পাবেন। ই-পাস পোর্টের মেয়াদ হবে ৫ থেকে ১০ বছর।

মেশিন রিডেবল পাসপোর্টের পাশাপাশি ইলেক্ট্রনিক পাসপোর্টের জন্য ২০১৮ সালের ১৯ জুলাই ডিআইপি এবং ভেরিডসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষর হয়।

গাংনীতে গণউপদ্রব করার অপরাধে ৫ জনের জরিমানা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার পুরাতন মটমুড়া গ্রামের ডুবার মাঠ নামক স্থানে মাটি কেটে বহন করায় রাস্তায় স্বাভাবিক চলাচলে বাঁধা সৃষ্টি হওয়ায় ৫ জনকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

সোমবার সকাল সাড়ে ৭টার দিকে গাংনী উপজেলা ভূমি কর্মকর্তা মোঃ ইয়ানুর রহমান ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন।

দন্ডপ্রাপ্তরা হলো জমির মালিক এ উপজেলার মটমুড়া গ্রামের হাদিপাড়ার মৃত জোয়াদ আলির ছেলে রিয়াস্তুল্লাহকে ১০ হাজার টাকা, মাটি বহনকারি গাড়ির মালিক হোগলবাড়িয়া গ্রামের হানিফের ছেলে রাশিদুল ইসলামকে ২ হাজার টাকা, গাড়ির চালক মোঃ রুহুল আমিনের ছেলে মোঃ রকি আলিকে ১হাজার টাকা, শ্রমীক মোঃ আলম এর ছেলে রানা আহম্মেদ ও মোঃ আশমত আলির ছেলে মো আশরাফ উদ্দিনকে ১ হাজার করে মোট ৫জনকে মোট ১৫ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক জানান, গণউপদ্রব আইন ১৩৩ এর দন্ডবিধির ২৯১ ধারায় জড়িত ৫জনকে ১৫ হাজার টাকা অর্থদন্ড প্রদান করা হয়।

- গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে জেলা ছাত্রলীগ নেতা মৃদুলের কুশপুত্তলিকা দাহ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের কমিটি গঠনকে কেন্দ্র করে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মুনতাছির জামান মৃদুলের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়েছে।

সোমবার দুপুর ১২টার দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বাসস্ট্যান্ডে কুশপুত্তলিকা দাহ করে উপজেলা ছাত্রলীগের একাংশের নেতা-কর্মীরা।

গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি হিসাবে আমিনুল ইসলাম সেন্টু ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ফয়সাল জাহান শিশির-এর নাম ঘোষণা করে মেহেরপুর জেলা কমিটি।

এ কমিটি গঠন নিয়ে একাংশের নেতা গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসিব ও গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি জীবন আকবর নেতৃত্বে জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক মৃদুলের বিরুদ্ধে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। পরে গাংনী বাস্ট্যান্ডে মৃদুলের কুশপুত্তলিকা দাহ করা হয়।

গাংনী সরকারী ডিগ্রী কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদ হাসিব জানান,জেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের মুনতাছির মাহমুদ মৃদুল অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ছাত্রলীগের পকেট কমিটি গঠন করেছেন। এ পকেট কমিটি বাতিল না পর্যন্ত আমরা প্রতিবাদ-কর্মসূচি চালিয়ে যাবো।

এদিকে মৃদুলের সাথে মোবাইলফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলে,তাকে পাওয়া যায়নি।

মেহেরপুর প্রতিনিধি

আমঝুপি ইউপি সদস্য আবুল কাশেমের পিতার ইন্তেকাল

মেহেরপুর সদর উপজেলার আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের ৮ নং ওয়ার্ড সদস্য (ইসলাম নগর) ও যুবলীগ নেতা আবুল কাশেমের পিতা জনাব আলী ইন্তেকাল করেছেন (ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

রবিবার রাতে ইসলামপুর গ্রামে নিজ বাসভবনে তিনি ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিলো প্রায় ৯৫ বছর।

তিনি স্ত্রী, ৮ ছেলে , ৩ মেয়ে ও নাতি- নাতনিসহ অসংখ্য গুনগ্রাহী রেখে গেছেন।

মরহুমের পারিবারিক সূত্রে জানা গেছে, আজ সোমবার বাদ যোহর দুপুর ২ টায় ইসলামপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে জানাযা শেষে ইসলামপুর কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে।

- আমঝুপি প্রতিনিধি

১০ দিনের সফরে মালয়েশিয়া ও ফিলিপাইন গেলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়র জিপু

‘ ‘নগর স্যানিটেশন ম্যানেজমেন্ট এবং রক্ষণাবেক্ষণের সর্বশেষ বিকাশ ” সম্পর্কিত বৈদেশিক এক্সপোঞ্জার ভিজিট প্রোগ্রামে অংশ নিতে ১০ দিনের সরকারি সফরে মালয়েশিয়া এবং ফিলিপাইন গেলেন চুয়াডাঙ্গা পৌর মেয়রসহ ১০ জন।

গতকাল রবিবার রাত ৮.৩০ মিনিটে মেয়র মোঃ ওবাইদুর রহমান চৌধুরী (জিপু)সহ ১০ জন ঢাকা ত্যাগ করেন। সফলে চুয়াডাঙ্গা মেয়র ৪জন পৌর মেয়র, ২জন পৌর কাউন্সিলর, ১জন নির্বাহী প্রকৌশলী, ১জন সচিব এবং তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের প্রজেক্ট ম্যানেজার ও একই প্রকল্পের ১জন সহকারী প্রকৌশলীসহ সর্বমোট ১০জন অংশ গ্রহন করবেন।

সফরে মনোনিত হওয়ায় তৃতীয় নগর পরিচালন ও অবকাঠামো উন্নতিকরণ (সেক্টর) প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা এবং চুয়াডাঙ্গা পৌরবাসীর নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। একই সঙ্গে পৌর নাগরিক সহ সকলের নিকট দোয়া চেয়েছেন।

- প্রেস বিজ্ঞপ্তি

মাদকের অভয়ারণ্য তেঁতুলবাড়ীয়ার বিভিন্ন সীমান্ত (পর্ব-১)

মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়নের বেশ কিছু গ্রাম মাদক ব্যবসার নিরাপদ রুট হিসেবে ব্যবহার হচ্ছে। তেঁতুলবাড়িয়া, খাস মহল, রংমহল, সহড়াতলা, কল্যানপুর, নওদাপাড়া, পলাশীপাড়া, মথুরাপুর, করমদি গ্রামের বেশ কিছু পরিবারের সদস্যরা জড়িয়ে পড়েছে মাদক ব্যবসার সাথে। গাঁজা, ফেন্সিডিল, মদ সহ বিভিন্ন মাদক দ্রব্য ভারত থেকে এনে ছড়িয়ে দিচ্ছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে।

নির্ভরযোগ্য একটি সুত্র থেকে জানা যায়, নির্দিষ্ট কমিশন দিয়ে ভারত থেকে মাদক দ্রব্য আনা হয়। প্রতি ১০০ বোতল ফেন্সিডিল আনতে কমিশন হিসেবে দিতে হয় ৪ থেকে ৫ হাজার টাকা। প্রত্যেক ব্যবসায়ীদের কাছে থেকে নির্দিষ্ট হারে চাঁদা নিয়ে ম্যানেজ করা হয় কিছু প্রশাসনের লোকদের।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে লাইনম্যান বাদশা ও তেঁতুলবাড়িয়া গ্রামের মৃত আকেববার আলীর ছেলে এলাকার ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক নেতা মোখলেছুর রহমান মোখলেছ ঐ এলাকার মাদক

ব্যবসার নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে। এলাকার চিহিৃত মাদক ব্যবসায়ী হিসেবেও পুলিশের কাছে তথ্য রয়েছে পুলিশের একটি সূত্র জানিয়েছে।

এ বিষয়ে মোখলেছ এর সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি মোবাইল ফোনে মেহেরপুর প্রতিদিনকে জানান, আমি একজন রাজনৈতিক নেতা। আমার বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে সেটা সঠিক না।

এছাড়াও এক বা একাধিক মাদক মামলার পলাতক আসামী এখনো চুটিয়ে ব্যবসা চালাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে, করমদি গ্রামের আফেল উদ্দিন এর ছেলে আব্দুল হান্নান। যার বিরুদ্ধে একটি অস্ত্র মামলা ও তিনটি মাদক মামলা রয়েছে। পুলিশের ধরা ছোয়ার বাইরে থেকে মাদক ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে।

সহড়াতলার হারুন-অর-রশিদ এর ছেলে মাদান। ২০১৬ সালে ১১২ পিচ ভারতীয় শাড়ি সহ মাদান আটক হয়। শাড়ী চোরাচালান এর দায়ে গাংনী থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়।

সহড়াতলা গ্রামের আজের আলীর ছেলে বাদশা। সে লাইনম্যান হিসেবে কাজ করে। ২০১২ সালে ১২ বোতল ফেন্সিডিলসহ পুলিশের হাতে ধরা খায়। এরপর জামিনে মুক্ত হয়ে এলাকায় মাদক ব্যবসার মুল নিয়ন্ত্রক হিসেবে কাজ করে।

কল্যানপুর গ্রামের সামসুল এর ছেলে শরিফুল। যার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২টি মাদক মামলা আছে। ২০১৮ সালে অক্টোবর মাসের ২৭ তারিখে ৫৯ বোতল ফেন্সিডিলসহ আটক হয়। একই সাথে নজরুল এর ছেলে রুবেলও আটক হয়।

নওদাপাড়ার মেহের শেখ এর হামিদুল। ২০১২ সালের মারামারি মামলার আসামী। এখন সে ফেন্সিডিল ব্যবসায়ী।

মথুরাপুরের রবিউল এর ছেলে রজব। এবছর মার্চ মাসের ৭ তারিখে ১৮ বোতল ফেন্সিডিল সহ আটক হয়। তার বিরুদ্ধে গাংনী থানায় ২ টি মাদক মামলা আছে।

মৃত ওয়াজিল শেখ এর ছেলে কালু। তার বিরুদ্ধে ২ টি মাদক মামলা আছে। পলাশীপাড়ার গোলাম রসুল ওরফে ফড়ুর ছেলে সেলিম। ২০১০ সালে স্বর্ন চুরি মামলায় আটক হয়।নখাসমহলের মৃত চাঁন্দর ছেলে মফিজ। তার বিরুদ্ধে ৩টি মাদক সহ গাংনী থানায় ৪টি মামলা আছে।

এছাড়াও সহড়াতলার আতর আলীর ছেলে আসাদুল, মথুরাপুরের মৃত ইব্রাহীম

আমরা কাজ করে যাচ্ছি।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) ওসি রবিউল ইসলাম জানান, আমরা মাদক মুক্ত মেহেরপুর গড়তে বদ্ধ পরিকর। আপনারা জানেন প্রতিনিয়ত জেলা গোয়েন্দা পুলিশ মাদক ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাচ্ছে। ইতি মধ্যে মাদক সম্রাটদের আটক করে তাদের চালান দেওয়া হয়েছে। মাদকের বিরুদ্ধে আমাদের অভিযান অব্যাহত থাকবে। (চলবে)

- বিশেষ প্রতিনিধি

মেহেরপুর সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আসিফ সম্পাদক কুতুব

আদিব হোসেন ওরফে আসিফ করিমকে সভাপতি ও কুতুব উদ্দিন আহমেদ কে সাধারণ সম্পাদক করে মেহেরপুর সরকারি কলেজ শাখা ছাত্রলীগের কমিটি অনুমোদন দিয়েছে জেলা ছাত্রলীগ।

রবিবার রাতে মেহেরপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি আব্দুস সালাম বাধন ও সাধারণ সম্পাদক মোন্তাসির জামান মৃদুল স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানা গেছে।

আগামি এক বছরের জন্য এ কমিটি অনুমোদন দেওয়া হয়েছে বলে বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে।

এদিকে কমিটি অনুমোদনের পরপরই ফেসবুকে ছাত্রলীগের বিভিন্ন ইউনিটের নেতাকর্মীরা নতুন নেতৃত্বকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

কবি নজরুলের আট চালা ঘরে আসছেন সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী

চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা কাজী নজরুল ইসলাম এর স্মৃতি বিজড়িত আট চালা ঘর পরিদর্শনে আসছেন সংস্কৃতিক বিষয়ক প্রতিমন্ত্রী কে. এম. খালিদ এমপি।

আগামী ৭ই জানুয়ারী মঙ্গলবার সকাল ১১ টার দিকে তিনি আট চালা ঘর পরিদর্শন করবেন।

এ উপলক্ষে “কার্পাসডাঙ্গা নজরুল স্মৃতি সংসদ ও নজরুল স্মৃতি সাহিত্য সংসদ অনলাইন” মন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানাতে সাহিত্য সম্মেলন ও মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে।

আলোচনা পর্ব অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্যে রাখবেন প্রতিমন্ত্রী কে.এম খালিদ এমপি।

আরো পড়ুন:ঝিনাইদহে শিক্ষকের বাড়িতে সরকারি বই

এছাড়াও অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাবেক মহাপরিচালক মোঃ হামিদুর রহমান, জেলা প্রশাসক মোঃ নজরুল ইসলাম সরকার, পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম, দামুড়হুদা উপজেলা চেয়ারম্যান আলী মুনছুর বাবু, উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ এস এম মুনিম লিংকন, চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজের সহকারী অধ্যাপক মুন্সী আবু সাইফ।

অনুষ্ঠানে বরণ্যে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ছাড়াও এপার-ওপার দুই বাংলার কবি সাহিত্যিক শিল্পী ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিবৃন্দ অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন। এছাড়াও কয়েকটি গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করা হবে।

কার্পাসডাঙ্গা/ কুড়ুলগাছি প্রতিনিধি

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

-[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

কাটাকাটি হয়। খবর পেয়ে মুজিবনগর থানা থেকে পুলিশের একটি দল মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজে এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রন করে।

এ বিষয় জানতে চাইলে শামিম রেজা বলেন, আমার টেষ্ট পরিক্ষা চলাকালীন সময়ে সেনাবাহীনিতে চাকরী হয়ে যায়।
তাই চাকরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন যায়গায় আসা যাওয়ার জন্য ৪ টি পরিক্ষা দেওয়া হয়নি।

পরে একটি এক্সিডেন্টের কারনে আমার নামে মামলা হওয়ায় চাকরিটা চলে যায়।

পরে পুনরায় পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিই। এ বিষয় নিয়ে ফরম পূরনের অনুমতি দেওয়ার জন্য আমি অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ করি।

তিনি আমাকে একটি দরখাস্ত লিখে কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে একটি লিখিত নিয়ে আসতে বলেন। আমি অধ্যক্ষের কথা মত কলেজ পরিক্ষক কমিটির কাছ থেকে লিখিত নিয়ে আসি।

তারপরে তিনি আজ দেখছি কাল দেখছি করে সময় দিয়ে বিভিন্ন ভাবে হয়রানী করতে থাকে।
কিন্তু আজ ফরম পূরনের লাষ্ট ডেট, আমার ফরম পুরন করা হয়নি।

এ বিষয়ে মুজিবনগর ডিগ্রী কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ্য রেজাউল হক বলেন, আমি নিয়ম বহির্ভুত কোন কাজ করিনি। কিছু ছাত্র আমার কাছে এসে অযথা খারাপ আচরন করে।

- মুজিবনগর অফিস